কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপি'র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক উত্থান ঘটাতে সিনিয়র নেতারা মরিয়া হয়ে উঠেছে ॥ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মোঃ রফিকুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম জেলা প্রতিনিধি) ঃ '২০১০ সালের ২৪ জানুয়ারির মধ্যে নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে (ইসি) জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট দলের নিবন্ধন বাতিল বলে গন্য হবে' -এই বিধান রেখে গত ২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে 'গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল-২০০৯' পাশ হয়েছে। বিলটি পাশ হওয়ার পর দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তাদের চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র তৈরীর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক আইনী চাপ সৃষ্টির পাশা-পাশি সারা দেশে জেলা শাখার কাউন্সিল করতে গিয়ে কোন্দল গ্রুপিং এ জড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে নয়াপল্টনের ভাসানী ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপি'র যুগ্ন মহাসচিব গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ইচ্ছা করলেই আ'লীগের মত কাউন্সিল বিএনপি করতে পারবে না। আ'লীগ কাউন্সিলের নামে রাজকীয় সমাবেশ করেছে কিন্তু বিএনপি তা করবে না। বিএনপি'র কাউন্সিল হবে অর্থবহ এবং তা অবশ্যই আ'লীগের কাউন্সিল থেকে গুনগত ভাবে আলাদা। গয়েশ্বর রায়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটা প্রতিয়মান হয় যে, বিএনপি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাউন্সিল করবে। কিন্তু আইনী চাপে পড়ে কাউন্সিল করতে গিয়ে সারাদেশের নেয় কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপি রাজনীতিতে ব্যাপক কোন্দল গ্রুপিং এর সৃষ্টি হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপি'র আহবায়ক উমর ফারুক (সাবেক এম.পি), ১নং যুগ্ন আহবায়ক মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নের্তৃত্বে একটি গ্রুপ এবং যুগ্ন আহবায়ক আলহাজ্জ সাইফুর রহমান রানা (সাবেক এম.পি), যুগ্ন আহবায়ক আবু বকর সিদ্দিক (পৌর মেয়র), সহিরুজ্জামান সাজুর নের্তৃত্বে অপর একটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে। অসন্ন জেলা বিএনপি'র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে বকর-রানা গ্রুপে সভাপতি পদে পৌর মেয়র আবু বকর সিদ্দিক, আলহাজ্জ সাইফুর রহমান রানা (সাবেক এম.পি) ও সাধারন সম্পাদক পদে সাপ্তাহিক বাহের দেশ পত্রিকার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বেবু, সহিরুজ্জামান সাজু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সাবেক ছাত্র নেতা লুৎফর রহমান, জহুরুল হক এর নাম মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মুখে শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে উমর-মোস্তফা গ্রুপে সভাপতি পদে আব্দুল আজিজ, উমর ফারুক (সাবেক এম.পি) ও সাধারন সম্পাদক পদে মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাহবুবুর রহমান মাহবুব (ইউপি চেয়ারম্যান),

আব্দুল মালেক (ইউপি চেয়ারম্যান), খাজা গোলাম মোরশেদ এর নাম দলীয় নেতা-কর্মীদের মুখে শোনা গেছে। এদিকে সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট ইদ্রিস আলী ও সাবেক এমপি তাজুল ইসলাম চৌধুরী জেলা বিএনপি'র কাউন্সিলে সভাপতি পদে প্রার্থীতা করে উভয় গ্র"পে পরিবর্তন সহ সমর্থন আদায় করতে পারেন বলেও অনেকে মনে করছেন। অসন্ন জেলা বিএনপি'র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল ঘিরে নানা গুঞ্জনের পাশা-পাশি দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীর প্রত্যেকে তাদের সমর্থিত নেতার পক্ষে মাঝে মধ্যেই অবস্থান জানান দিচ্ছে। দলীয় কোন্দলের কারনেই জেলা বিএনপি'র গতবারের কাউন্সিল ঢাকায় হাওয়া ভবনে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ন মহাসচিব তারেক রহমানের উপস্থিতিতে করতে হয়েছিল। এ সময় দলীয় নেতা-কর্মীদের মুখে শোনা যায় যে, বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ন মহাসচিব তারেক রহমানের আর্শিবাদেই দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত নেতা উমর ফারুক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া'র মনোনিত ব্যক্তি হবার পরও রাজনৈতিক ভাবে গুরু তারই শীর্ষ আলহাজ্জ সাইফুর রহমান রানা (সাবেক এম.পি) এর কাছে পরাজয় বরন করেন। এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন উমর-মোস্তফা গ্র"প কাউন্সিলের দায়িত্ব পাওয়ায় এবং আলহাজ্জ সাইফুর রহমান রানা বেশি ভাগ সময় ব্যবসায়িক কাজে ঢাকায় অবস্থান করায় তারা তাদের সমর্থিত প্যানেলকে ভোটার হিসেবে অন্তভূক্ত করেছে। কিন্তু কথায় আছে 'টাকায় কি না হয় ' বকর-রানা গ্র"প অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী সুতরাং কার গলে জুটবে বিজয়ের মালা এটা এখনই বলা অনিশ্চিত।